بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

পূর্বের চেয়ে বেশি ইসলামের কথা শিখুন, বন্ধুদেরকে বা সাথীদের বলুন যে, আমরা মুসলমান আর ইসলামী শিক্ষা মেনে চলি। রসূলে করীম (সা.)-কে খাতামান্নাবিঈন মানি।

আমাদের সকল ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতীদের জন্য আবশ্যক হবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করা। সে শিক্ষা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা যা এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে অবহিত করেছেন ও জানিয়েছেন এবং শিখিয়েছেন। জামাতে আহ্‌মদীয়া এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন হতে প্রদত্ত ২৯শে এপ্রিল ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি এবং জামাতের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর মান্যকারীদের ওপর মুসলমানদের পক্ষ থেকে অব্যাহতভাবে এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নবী হবার দাবি করে বা আমরা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নবী হিসেবে মেনে খতমে নবুয়্যতকে অস্বীকার করেছি। অথচ আমরা জানি যে, এটি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা আর আমাদের বিরুদ্ধে এক অপবাদ। আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা অনুসারেই মুহাম্মদ (সা.)-এর খতমে নবুয়্যতে তাদের চেয়ে বেশি বিশ্বাসী এবং সেটিকে কাজে রূপায়নকারী আর আমাদের হৃদয়কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রেমে পরিপূর্ণকারী এবং তাঁর ধর্মকে পৃথিবীতে প্রচারকারী, যতটা না মুসলমানদের অন্যান্য ফিরকা তা প্রকাশ করে বা মানে। বরং সত্যিকার অর্থে অন্যান্য মুসলমানরা মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদাকে তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও বোঝে নি যতটা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার কারণে আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে আহমদীরা সেটি অনুধাবন করে। যাহোক খতমে নবুয়্যতকে ভিত্তি করে অন্যান্য মুসলমানরা সবসময় আহমদীদের বিরোধিতা করে আসছে আর বিভিন্ন সময়ে কোন না কোন অজুহাতে উত্তেজনা অনেক বেড়ে যায় বা নামধারী বিভিন্ন আলেম এবং বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে এই প্রেক্ষাপটে মুসলমানদেরকে ক্ষেপানোর চেষ্টা করা হয়। সম্প্রতি গ্লাসগো-তে যে আহমদীর শাহাদাতের ঘটনা ঘটেছে এর ভিত্তিতে বিরোধিরা আত্মরক্ষার জন্য এটিকে ধর্মীয় আবেগের নামে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সরকারের ইতিবাচক মনোভাব এবং প্রচার মাধ্যমের সীমাহীন আগ্রহের কল্যাণে এরা বাহ্যত কিছুটা ক্ষমা প্রার্থনা সূলভ মনোভাব প্রকাশ করেছে। মুসলমানদের অনেক সংগঠন বরং মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সংগঠনের এই মনোবৃত্তিই ছিল। কিন্তু একই সাথে তারা এই হঠকারিতারও বহিঃপ্রকাশ করে যে, আহ্‌মদীরা অবশ্যই মুসলমান নয়। তাদের মসজিদ গুলোতে এ কথা প্রকাশের ক্ষেত্রে তারা সীমা ছাড়িয়ে যায়। আর জনসাধারণের হৃদয়ে এই বিষয়ে এরা এতটাই বিষদগার করেছে যে, মুসলমান সন্তান সন্ততি যাদের হয়তো কলেমাও ভালোভাবে জানা নেই, যারা হয়তো জানেই না যে, খতমে নবুয়্যত কাকে বলে, তারা স্কুলে আহ্‌মদী ছেলে মেয়েদের বলে যে, তোমরা মুসলমান নও। কোন কোন ছেলে মেয়েরা সম্প্রতি আমাকে লিখেছে যে, আমাদের সাথে স্কুলে এমন ব্যবহার হয়। আমি তাদেরকে এটিই বলি যে, পূর্বের চেয়ে বেশি ইসলামের কথা শিখুন, বন্ধুদেরকে বা সাথীদের বলুন যে, আমরা মুসলমান আর ইসলামী শিক্ষা মেনে চলি। রসূলে করীম (সা.)-কে খাতামান্নাবিঈন মানি। আর তিনি (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই আগমনকারী মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মহানবী (সা.)-এর দাস এবং অধিনস্ত নবী মানি। আমাদের সকল ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতীদের জন্য আবশ্যক হবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করা। সে শিক্ষা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা যা এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে অবহিত

করেছেন ও জানিয়েছেন এবং শিখিয়েছেন। জামাতে আহ্‌মদীয়া এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌তা'লার শেষ শরীয়তধারী নবী, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সত্তায় নবুয়্যতের সমাপ্তি ঘটেছে অর্থাৎ এখন আর নতুন কোন শরীয়ত নাযেল হতে পারে না আর কুরআন শরীফ শরীয়তের শেষ গ্রন্থ। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাসত্বে ও আনুগত্যে এসেছেন এবং তিনি তাঁর দাস ও অনুগত নবী এবং তাঁর শরীয়তকে পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর শরীয়তকেই পৃথিবীতে প্রচার করা হলো তাঁর দায়িত্ব। যাহোক জামাতের সাথে আমরা সব সময় আল্লাহ্‌তা'লার এই ব্যবহার দেখেছি যে, যখনই বিরোধিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এসব বিরোধিতা জামাতের উন্নতির ক্ষেত্রে সার হিসেবে কাজ করেছে। এটি নিয়ে আমরা কখনো চিন্তিত ছিলাম না, চিন্তিত নই এবং চিন্তা হওয়া উচিতও নয়। বর্তমান বিরোধিতার ফলেও প্রচার মাধ্যমে জামাত ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়েছে যা হয়তো এত স্বল্প সময়ে আমাদের জন্যও করা সম্ভব ছিল না। এর কল্যাণে এখানে এই দেশেও এদিকে গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া অনেক আহ্‌মদী যুবক যারা ধর্মে খুব একটা আগ্রহ রাখতো না, যাদের অনেকেরই জামাতের সাথে খুব একটা ওঠাবসা ছিল না বা আসা যাওয়া হতো না, কেবল ঈদের সময় আসতো বা সম্পর্ক থাকলেও অনেক হালকা ছিল এখন প্রচার মাধ্যমের সুবাদে তারাও জানতে পেরেছে যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নবী মানি, কিন্তু তা রসূলে করীম (সা.)-এর দাসত্বে এবং আনুগত্যে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর দাসত্বের দায়িত্ব কিভাবে পালন করেছেন আর খাতামান্নাবীঈন হিসেবে তিনি (সা.)-এর মর্যাদা কিভাবে প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন, কিভাবে আমাদের পথ নির্দেশনা দিয়েছেন এ সংক্রান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উক্তি আমি উপস্থাপন করবো। তিনি (আ.) বলেন, নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো কোন ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না আর মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী হিসেবে গণ্য হতে পারে না যতক্ষণ সে মুহাম্মদ (সা.)-কে খাতামান্নাবিঈন বলে বিশ্বাস না করবে।

তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যার বাস্তবায়নের জন্য খোদাতা'লা আমাদের হৃদয়ে আবেগ এবং প্রেরণা সঞ্চার করেছেন তা হলো হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুয়্যত প্রতিষ্ঠা করা, যা আল্লাহ্‌তা'লা চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, আর সকল মিথ্যা নবুয়্যতকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা যার এরা নিজেদের বিদআত বা নিত্য নতুন কথা উদ্ভাবনের মাধ্যমে সূচনা করেছে, নিত্য নতুন কথা উদ্ভাবন করে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুয়্যত থেকে এরা বিচ্যুত। এরাই খতমে নবুয়্যতের মোহর লঙ্ঘন করছে। এসব পীরদের গদী দেখ আর কার্যত লক্ষ্য কর যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়্যতে আমরা বিশ্বাস স্থ াপন করেছি নাকি এরা? খতমে নবুয়্যতের পেছনে আল্লাহ্‌তা'লার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কেবল এটিই হবে এমনটি মনে করা অন্যায় এবং দুস্কৃতি যে, কেবল মুখে খাতামান্ন াবিঈন মান আর কাজ তাই কর যা নিজেদের পছন্দ হয় আর নিজেদের এক পৃথক শরীয়ত আবিষ্কার কর। বাগদাদী নামায, মাকূস নামায ইত্যাদি কোন কেন মুসলমান দল আবিষ্কার করে রেখেছে। তিনি বলেন, কুরআন শরীফ এবং রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শে এর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কি? অনুরূপভাবে 'ইয়া শেখ আব্দুল কাদের জিলানী শায়উল্লিল্লাহ্' বলার প্রমাণ কুরআনে কোন স্থানে আছে কি? রসূলে করীম (সা.)-এর যুগে শেখ আব্দুল কাদের জিলানীর অস্তিত্বই ছিল না। প্রশ্ন হলো কে এটি শিখিয়েছে। কিছুটা লজ্জিত হও, ইসলামী শরীয়ত অনুসরণ এবং শরীয়ত মেনে চলা কি একেই বলে? নিজেরাই সিদ্ধান্ত কর যে, এসব কথা মেনে এমন কোন মুখে আমার ওপর এই অপবাদ আরোপ করছো যে, আমি খাতামান্নাবিঈনের মোহর লঙ্ঘন করেছি বা ভঙ্গ করেছি। আসল কথা এবং সত্য কথা হলো যদি তোমরা তোমাদের মসজিদে বিদআতের অনুপ্রবেশের অনুমতি না দিতে আর মুহাম্মদ (সা.) খাতামান্নাবিঈন (সা.)-এর সত্যিকার নবুয়্যতে ঈমান এনে তাঁর কর্মপন্থা এবং পদাঙ্ককে ঈমান হিসেবে শিরোধার্য করতে তাহলে আমার আসার প্রয়োজনই বা কি ছিল? তোমাদের এসব বিদআত এবং নিত্য নতুন নবুয়্যতই খোদা তা'লার আত্মাভিমানে আঘাত হেনেছে যেন আল্লাহ্‌তা'লা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাদরে সজ্জিত করে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করতে পারেন যিনি

মিথ্যা নবুয়্যতের প্রতিমাকে খন্ড বিখন্ড করে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন, আর এই কাজের জন্যই খোদা তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন।

তিনি বলেন, গদ্দিনশীনদের সিজদা করা বা তাদের বাড়ি ঘরের তাওয়াফ করা এগুলো তুচ্ছ এবং সাধারণ কাজ। বস্তুত আল্লাহ্ তা'লা এই জামাতকে সৃষ্টি করেছেন মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যত এবং সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। এক ব্যক্তি, যে কারো প্রেমিক আখ্যায়িত হয়, তার মত আরো যদি সহস্র সহস্র থাকে তাহলে তার ভালোবাসার বিশেষত্বই কি থাকলো? অর্থাৎ এক ব্যক্তি যাকে মানুষ ভালোবাসে তার মতই যদি আরো সহস্র সহস্র মানুষ সৃষ্টি হয় যাকে তুমি ভালোবাস, যার প্রতি ভালোবাসা রয়েছে তাহলে তার বিশেষত্বই বা সদগুণের বৈশিষ্ট্যই কি থাকলো? তো এরা যারা দাবি করে যে, তারা রসূল প্রেমে বিভোর, যারা এমন দাবি করে, প্রশ্ন হলো এত দাবিকারী সত্ত্বেও এরা কেন সহস্র সহস্র মাজার এবং মাকবেরার পূজা করে? নিঃসন্দেহে এরা মদীনা শরীফ যায় কিন্তু আজমীর এবং অন্যান্য খানকাবা দরবারেও খালি মাথা এবং খালি পায়ে যায়, পাক পতনের জানালা অতিক্রম করাই যথেষ্ট মনে করে (অর্থাৎ পাক ভারতের বিভিন্ন জায়গা যেখানে এসব বুযুর্গদের জন্ম হয়েছে সেখানে তাদের কবরের এরা পূজা করে এবং সেখানে যায়)। এরা মনে করে যে, পাক পতনের জানালা অতিক্রম করাই যথেষ্ট অন্য কোন নেক কর্মের প্রয়োজন নেই, কেবল এটি হলেই মুক্তি পেয়ে যাবে। কেউ কোন পতাকা উড্ডীন করে রেখেছে, কেউ ভিন্ন পতাকা, আর কেউ ভিন্ন কোন আকৃতি ধারণ করেছে। এদের ওরশ এবং মেলা দেখে একজন সত্যিকার মুসলমানের হৃদয় কেঁপে উঠে যে, এরা এসব কি আরম্ভ করে রেখেছে। যদি ইসলামের জন্য খোদার আত্মাভিমান কাজ না করতো আর 'إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ' (সূরা আলে ইমরান: ২০) যদি খোদার উক্তি না হতো আর তিনি যদি না বলতেন যে, 'إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ' (সূরা হিজর: ১০) তাহলে আজকে নিঃসন্দেহে ইসলাম এমন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল যেখানে এর নিশ্চিহ হয়ে যাওয়ায় কোন সন্দেহ বাকি থাকতো না। কিন্তু খোদার আত্মাভিমান কাজ করেছে, তাঁর করুণা এবং তাঁর হিফাযত করার প্রতিশ্রুতির দাবি ছিল হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বুরূয বা প্রতিচ্ছবিকে নাযেল করাএবং এই যুগে তাঁর নবুয়্যতকে নতুনভাবে জীবিত করে দেখানো। তাই তিনি এই নতুন জামাত প্রতিষ্ঠা করেন আর আমাকে প্রত্যাদিষ্ট এবং মাহদী হিসেবে পাঠিয়েছেন। এরপর মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভূত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বর্ণণা করতে গিয়ে একবার তিনি বলেন, আমাদের আসল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হলো মহানবী (সা.)-এর প্রতাপ প্রকাশ করাএবং তাঁর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের নাম মাত্র কথা প্রসঙ্গে এসেছে কেননা মুহাম্মদ রসূলুল্ল াহ্ (সা.)-এর মাঝে আকর্ষন এবং কল্যাণ সাধনের বৈশিষ্ট্য আছে আর এই কল্যাণ সাধনের প্রেক্ষাপটে আমাদের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভিতর কল্যাণ সাধন এবং হিত সাধনের বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি বলেন, এই প্রেক্ষাপটেই আমার উল্লেখ এসেছে মাত্র। রসূলে করীম (সা.)-এর কল্যাণ সাধনের বৈশিষ্ট্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মর্যাদা দিয়েছে। সুতরাং রসূলে করীম (সা.)-এর কল্যাণের গন্ডি এবং পরিমন্ডল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নিজের মাঝে মিলিত করেছে আর এখন মহানবী (সা.)-এর উল্লেখের পাশাপাশি তার নিবেদিত প্রাণ প্রেমিকেরও উল্লেখ হলো।

এরপর তার প্রেরীত হওয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, হাজার বছরের অন্ধকার যুগের ফলে যে নতুন নতুন কথা এবং বিদআতের সূচনা হয়েছে তার সংশোধন হলো উদ্দেশ্য। এটি বর্ণ না করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি পুনরায় বলছি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যারা আসে তারা কোন বাজে কথা বলেন না তারা শুধু এই কথাই বলেন যে, আল্লাহ্র ইবাদত কর আর সৃষ্টির সাথে সদ্ব্যবহার কর, নামায পড়, আর ধর্মে যে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করেছে সেগুলো বহিষ্কার করা তাদের কাজ হয়ে থাকে। আমি যে এখন প্রেরীত হয়েছি সেই সব ভুল ভ্রান্তির সংশোধনের জন্য প্রেরীত হয়েছি যা বক্র যুগে সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমানদের মাঝে যে বক্র যুগ বা অন্ধকার যুগ এসেছে সেই যুগে এসব সৃষ্টি হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি হলো আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য এবং প্রতাপকে ধূলিস্মাত করা হয়েছে। আর মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ আর সুমহান

একত্ববাদের শিক্ষাকে সন্দেহযুক্ত করা হয়েছে। একদিকে খৃস্টানরা বলে যে, ঈসা (আ.) জীবিত আর আমাদের নবী (সা.) জীবিত নন আর এর ভিত্তিতে তারা ঈসা (আ.)-কে খোদা এবং খোদার পুত্র আখ্যায়িত করে কেননা তিনি দুই হাজার বছর ধরে জীবিত আছেন, কালের কোন প্রভাব তার ওপর পড়ে নি। অপরদিকে মুসলমানেরাও একথা গ্র হণ করেছে যে, ঈসা (আ.) নিঃসন্দেহে জীবিত আকাশে গিয়েছেন এবং দুই হাজার বছর ধরে সেভাবেই জীবিত আছেন। তার অবস্থা আর আকৃতি এবং প্রকৃতির মাঝে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় নি আর মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। আমি সত্য সত্যই বলছি, আমার হৃদয় কেঁপে উঠে যখন আমি এক মুসলমান মৌলভীর মুখে এই কথা শুনি যে, মুহাম্মদ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন বা মারা গেছেন। জীবিত নবীকে মৃত রসূল আখ্যা দেয়া হয়েছে। এর চেয়ে বড় অসম্মান এবং অবমাননা ইসলামের আর কি হবে। কিন্তু এটি স্বয়ং মুসলমানদেরই ভ্রান্তি যারা কুরআন শরীফের স্পষ্ট পরিপন্থি এক নতুন কথা সৃষ্টি করেছে। কুরআন শরীফে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এই ভুলের সুরাহার দায়িত্ব আমার জন্যই নির্ধারিত ছিল কেননা আমার নাম আল্লাহ্ তা'লা হাকাম রেখেছেন যিনি সিদ্ধান্তের জন্য আসবেন। তিনি এই ভ্রান্তি দূরীভূত করবেন। পৃথিবী তাকে গ্রহণ করনি কিন্তু খোদা তা'লা তাকে গ্রহণ করবেন এবং জোরালো আক্রমনের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রকাশ করবেন। এমন কথাবার্তা পৃথিবীর ভয়াবহ ক্ষতি করেছে। তিনি বলেন, এখন এসব মিথ্যা প্রকাশিত হওয়ার সময় এসে গেছে। আল্লাহ্তা'লা যাকে হাকাম বানিয়ে বিচারক হিসেবে পাঠিয়েছেন তার সামনে এসব কথা গোপন থাকতে পারে না। দাঈর সামনে পেট গোপন থাকতে পারে না। কুরআন পরিষ্কার সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, শেষ খলীফা মসীহ্ মওউদ হবেন। তিনি এসে গেছেন, এখনো যদি কেউ বক্র যুগের কথা বার্তার অন্ধ অনুকরণ করে তাহলে সে শুধু নিজেরই ক্ষতি করবে না বরং ইসলামের জন্যও ক্ষতিকারক আখ্যায়িত হবে। আর সত্যিকার অর্থে এই ভ্রান্ত এবং অপবিত্র বিশ্বাস লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে মুর্তাদ করেছে। এই নীতি ইসলামের ভয়াবহ অসম্মান এবং অবমাননা করেছে আরমুহাম্মদ (সা.)-এরও অসম্মান করেছে যখন তারা এই বিশ্বাস করে বসলো যে, ঈসা (আ.)ই মৃতদের জীবনদানকারী, আকাশে আরোহনকারী এবং শেষ ন্যায় বিচারক, তাহলে প্রশ্ন হলো সেখানে আমাদের নবী করীম (সা.) তো নাঊযুবিল্লাহ্ কিছুই প্রমাণিত হলেন না অথচ তাকে 'রহমতু ল্লিল আলামীন' বলা হয়েছে। আর তিনি 'কাফফাতাল লিন্ন াস' অর্থাৎ সমগ্র মানবতার জন্য রসূল হিসেবে এসেছেন। খাতামান্ন াবিঈন তিনিই হলেন। যারা মুসলমান আখ্যায়িত হয়েও এমন ভ্রান্ত ও বাজে বিশ্বাস পোষণ করে তাদের আরেকটি বিশ্বাস হলো এখন যত পাখি রয়েছে তাদের কিছু ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টি আর কিছু আল্লাহ্ তা'লার, নাঊযুবিল্লাহ্ মিন যা লেক। আমি একবার এক একত্ববাদী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেছি যে, এখন যদি দু'টো প্রাণীকে পেশ করা হয় আর জিজ্ঞেস করা হয় যে, কোনটি আল্ল াহ্র আর কোনটি ঈসা (আ.) এর তখন সে উত্তর দেয় যে, এগুলো এখন কনফিউজিং বা সন্দেহপূর্ণ, এটি এখন ঘোলাটে হয়ে গেছে বা মিলেমিশে গেছে, স্পষ্ট করে বলা কঠিন যে, কোনটি কার।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উক্তি এবং কিছু ঘটনা উপস্থাপন করবো যাতে তার পবিত্র জীবনাদর্শের কিছু দিক ফুটে উঠে আর তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি তার মনীব এবং অনুসরনীয় নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্ল াহ্ (সা.)-এর মর্য াদা এবং মাকামকে শুধু জ্ঞানগত বা যৌক্তিক দিক থেকেই প্রমাণকারী ছিলেন না বরং তার শিক্ষা এবং কর্মের মাধ্যমে ইসলামিক শিক্ষারও ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে। একবার আব্দুল হক নামী এক ব্যক্তি এক যুবক যে কলেজের ছাত্র ছিল এবং পূর্বে মুসলমান ছিল আর পরে খ্রিষ্টধর্মে দিক্ষিত হয়। যেভাবে মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, অনেকেই ইসলাম পরিত্যাগ করে এসব কারণে খ্রিষ্ট ধর্মে দিক্ষিত হয়, এ ব্যক্তিও তাদেরই একজন ছিল। সত্য সন্ধানে বা এমনিতেই উৎসুক্যবশত বা গবেষণার জন্য সে কাদিয়ান আসে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে কিছু দিন অবস্থান করে। বিভিন্ন মুলাকাতে তিনি (আ.) তার সামনে বিভিন্ন মসলা মসায়েল স্পষ্ট করে বর্ণনা করতেন। একবার সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সম্বোধন করে বলে যে, এক খ্রিষ্টানের সামনে আপনার নাম নেয়ার পর সে আপনাকে গালি দেয়, সেই যুবক বলে যে, আমার এটি খুবই অপছন্দ হয়। এটি শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উত্তর দেন, এখানে তিনি যে উত্তর

দিয়েছেন এটি তাঁর উন্নত নৈতিক চরিত্রেরও বহিঃপ্রকাশ, তিনি বলেন, গালি যে দেয় আমি এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না, গালিতে পরিপূর্ণ অনেক চিঠি আসে যার মাশুল দিয়ে আমাকে সেই চিঠি নিতে হয় আর চিঠি খুললে তা গালিতে পরিপূর্ণ দেখি, এছাড়া বিজ্ঞাপনেও গালি দেয়া হয়। আজকালও একই অবস্থা, পাকিস্তানে বড় বড় বিজ্ঞাপন লাগানো হয় আর এখন তো খোলা খামে গালি লিখে পাঠানো হয়ে থাকে, তাই এইসব কথায় কি যায় আসে। আল্লাহ্ তা'লার জ্যোতি কি কোনভাবে নির্বাপিত হতে পারে। সব সময় নবী এবং পূণ্যবানদের সাথে অকৃতজ্ঞরা এই ব্যবহারই করেছে। আমরা যার বৈশিষ্ট্য সহকারে এসেছি অর্থাৎ ঈসা (আ.), তাঁর সাথে কি ব্যবহার হয়েছে দেখুন। এই ব্যক্তি যেহেতু খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে তাই তার সামনে তিনি (আ.) ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, তাকেও গালি দেয়া হয়েছে এবং গালি দেয়া হতো আর ক্রুশেও লটকানো হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের নবী করীম (সা.)-এর সাথে হেন দুর্ব্যবহার নেই যা করা হয়নি। আজ পর্যন্ত নোংরা প্রকৃতির মানুষ গালি দেয়, আমি মানব জাতির সত্যিকার শুভাকাঙ্খি, যে আমাকে শত্রু মনে করে সে নিজ প্রাণেরই শত্রু। যেভাবে আমি বলেছি, আব্দুল হক নামের এই ব্যক্তির সাথে বেশ কয়েকদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আলোচনা চলতে থাকে, আর তিনি (আ.) তার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি আপনাকে বারংবার এটিই বলব যে, যতদিন কোন কথা আপনি পুরোপুরি না বুঝবেন ততদিন সে কথা বার বার জিজ্ঞেস করুন। এটি ভাল নয় যে, একটি কথাতো বুঝলেন না অথচ বলে বসবেন যে, হ্যাঁ, আমি বুঝে গেছি, এর ফলাফল ক্ষতিকর হয়ে থাকে। এটি তাঁর বড় মনের পরিচায়ক, তিনি বলেন, বারবার জিজ্ঞেস করবে। মানুষের সামনে সত্য স্পষ্ট করার জন্য তাঁর মাঝে এক উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা ছিল, যেন তারা তা গ্রহণ করতে পারে। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এক রোগীকে দেখার বা দেখতে যাওয়ার একটি ঘটনা আমি তুলে ধরব, এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়ার প্রেক্ষাপটে অধুনা যুগের পীর ফকিরদের মত নিজের বড়াই করেননি যে, আমি দোয়া করব বা দোয়া গৃহিত হয় এমন কথা বলেননি বরং খোদার একত্ব বাদ এবং দোয়া গৃহিত হওয়ার দর্শন এবং নিজের অবস্থাকে খোদার ইচ্ছার অধীনস্ত করার কথাই তিনি বর্ণনা করেছেন। ঘটনা হল কোরাইশী সাহেব বেশ কয়েকদিন থেকে অসুস্থ্য হয়ে দারুল আমানে হযরত হাকীমুল উম্মত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের চিকিৎসা গ্রহণের জন্য এসেছেন, তিনি বেশ কয়েকবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে দোয়ার আকুতি করেন।

তিনি বলেন, আমি দোয়া করেছি, কিন্তু আসল কথা হলো নিছক দোয়া কোন কাজে আসতে পারে না যতক্ষণ খোদার ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্ত না আসে।

আল্লাহ্তা'লা যখন কৃপা করেন তখন আর কোন কষ্ট অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো মানুষের নিজের মাঝে পরিবর্তন আনা। এরপর যাকে তিনি দেখেন যে, এই ব্যক্তি কল্যাণকর এক সত্তা, আল্লাহ্তা'লা তখন তার জীবন দীর্ঘায়িত করেন। আসল কথা হলো আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া প্রতিটি বিন্দু যা মানুষের দেহে প্রবেশ করে কোন কাজে আসতে পারে না। তাই অনেক বেশি তাওবা এবং ইস্তেগফার করা উচিত যেন খোদার কৃপা হয়, আল্লাহ্র ফযল বারি যখন বর্ষিত হয় তখন দোয়াও গৃহিত হয়। আমার ধর্ম বা আমার রীতি হলো যতক্ষণ শত্রুর জন্য দোয়া না করা হবে পুরোপুরি বক্ষ পরিস্কার হয় না। ادْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ (সূরা মোমেন: ৬১)-এতে আল্লাহ্ তা'লা কোন বিধি নিষেধ আরোপ করেন নি যে, শত্রুর জন্য দোয়া করলে আমি তা গ্রহণ করব না বরং আমার ধর্ম হলো শত্রুর জন্য দোয়া করা এটিও মহানবী (সা.)-এর সুন্নত বা রীতি। হযরত উমর (রা.) এই কারণেই ইসলাম ধর্ম গ্র হণ করেছেন। রসূল করীম (সা.) তাঁর জন্য প্রায়শ দোয়া করতেন। তাই কার্পণ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত শত্রুতা পোষণ করা উচিত নয় আর কারো জন্য ক্ষতিকর হওয়া উচিত নয়। কৃতজ্ঞতার বিষয় হলো আমাদের এমন কোন শত্রু নেই যার জন্য অন্তত দু'তিনবার দোয়া করিনি, একবারও এমন হয় নি। তাই তোমাদেরকেও আমি এটিই বলব, আর এটিই তোমাদের শেখাচ্ছি।

অবশেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, সুতরাং এই হলো কয়েকটি কথা যা আমি বর্ণনা করেছি সেই মহান ভান্ডার থেকে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সামনে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ অনুসারে তুলে ধরেছেন। আর এটি থেকে প্রকাশিত হয় যে, তিনি (আ.)-ই রসূলে করীম (সা.) এবং কুরআনী শিক্ষাকে অবলম্বন এবং নিজের জীবনে বাস্তবায়নকে শিরোধার্য করার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শুধু খতমে নবুয়্যতের নারা উত্তোলন করেননি বা নারা উচ্চোকিত করেননি বরং তাঁর প্রতিটি কথা ও কর্ম তাঁর মুনিব ও অনুসরনীয় নেতার আনু গত্যে ছিল। আর এই শিক্ষা এবং এই শরীয়তকেই প্রতিষ্ঠা করার এক ব্যাকুলতা তাঁর মাঝে বিরাজমান ছিল যেন পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারে যে, সেই আকর্ষণীয় শিক্ষা যা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এটিই সত্যিকার মুক্তির উপায়, আর স্বীয় মান্যকারীদেরকেও তিনি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নসীহত করেছেন এবং দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতভুক্ত হওয়ার সুবাদে যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তা পালনের তৌফিক দান করুন, এবং ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত ও সুন্নত অনুসারে এর ওপর কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তৌফিক দানেরপাশাপাশি মুহাম্মদ মু স্তফা (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা এবং মাকামের সত্যিকার জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তিও যেন আমাদেরকে দান করা হয়, আমরা যেন ইসলামের সত্যিকার চিত্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে পারি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 29th April, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B